দৈনিক ইনকিলাব ৫

তারিখ 24 APR 1997
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

মাদ্রাসা পরীক্ষার কেন্দ্রের ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী ও সচিবের দৃষ্টি আকর্ষণ

স্টাফ রিপোর্টার ঃ থানা সদরের বাইরে কোন পরীক্ষা কেন্দ্র না দেয়ার ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মাদ্রাসা বোর্ডের সিদ্ধান্ত থাকা সত্ত্বেও আগামী ৮ মে অনুষ্ঠিতব্য আলিম, ফাজিল ও কামিল পরীক্ষার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে পল্লী অঞ্চলে পরীক্ষা কেন্দ্রের অনুমতি দেয়া হয়েছে। ফলে প্রশ্নপত্র ফাঁসসহ পরীক্ষায় ব্যাপক নকলের আশঙ্কা করা হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন স্থানের মাদ্রাসা শিক্ষক, শিক্ষার্থীসহ সচেতন মহল এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা সচিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন।

বিভিন্ন জেলায় থানা সদরের বাইরে পল্লী অঞ্চলে যেখানে বিনা বাধায় দিবা ও নৈশ পরীক্ষা দেয়া যায়, এ ধরনের স্থানে আলিম, ফাজিল ও কামিল পরীক্ষা কেন্দ্র করা হয়েছে বলে অনেক অভিযোগ এসেছে। জানা গেছে, বিভিন্ন স্থানে থানা সদরে বহুদিন ধরে সেন্টার রয়েছে, যেখানে যথেষ্ট পরিমাণ ছাত্র না থাকা সত্ত্বেও সে সেন্টারের বাইরে ঐ থানায় সুদূর পল্লী অঞ্চলে নতুন সেন্টার দেয়া হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়, মন্ত্রণালয় হতে মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যানের নিকট এ মর্মে চিঠি যাচ্ছে যে, আদিষ্ট হয়ে আপনাকে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নের স্থানে মাদ্রাসা পরীক্ষার কেন্দ্র দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। জানা যায়, এসব চিঠির ব্যাপারে অনেক সময় মন্ত্রী বা সচিব কিছুই জানেন না। এসব চিঠির ব্যাপারে সত্যতা যাচাইয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও সচিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

এসব অভিযোগের প্রেক্ষিতে ইনকিলাবের পক্ষ থেকে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ইউনুস সিকদারের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি এ ধরনের অবৈধ সেন্টার চাপের মুখে হয়েছে বলে স্বীকার করেন। তিনি বলেন, আমি থানা সদরের বাইরে পল্লী অঞ্চলে সেন্টার দেয়ার পক্ষে নই এবং আমি নিজে এসব কেন্দ্রের অনুমতি দেইনি। তিনি গত ১ এপ্রিল চেয়ারম্যান হিসাবে যোগদানের আগে এসব কেন্দ্র দেয়া হয়েছে বলে জানান। তবে তাঁর যোগদানের পরও ২/১ টি কেন্দ্র বোর্ডের কন্ট্রোলার বিভাগ থেকে হতে পারে বলে তিনি জানান। তিনি বলেন, সরকার ইচ্ছা করলে থানা সদরের বাইরের সেন্টারগুলো এখনো উঠিয়ে নেয়া যেতে পারে। অন্যথায় এসব কেন্দ্রের কারণে যদি প্রশ্নপত্র ফাঁস হয় বা দেদার নকল হয় তবে দায়-দায়িত্ব তিনি কিংবা মাদ্রাসা বোর্ড নিবে না বলে তিনি জানান। তিনি বলেন, থানা সদরের কেন্দ্রে যেখানে ছাত্র সঙ্কট দেখা দেয়, সেখানে অতিরিক্ত কেন্দ্র দেয়ার কোন যৌক্তিকতা নেই। এসব কেন্দ্র থাকলে যদি প্রশ্নপত্র ফাঁস হয় বা নকল হয় তবে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হবে।